১০ তলা একাডেমিক ভবন ৬ তলা হোস্টেল নির্মাণ শীঘ্রই

শুন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ ও অনার্স চালুর দাবি

সংবাদ : প্রতিনিধি, বাগেরহাট

| ঢাকা , মঙ্গলবার, ২৯ অক্টোবর ২০১৯

বাগেরহাট : ঐতিহ্যবাহী সরকারী মহিলা কলেজ -সংবাদ

বাগেরহাটের ঐতিহ্যবাহী সরকারি মহিলা কলেজের ১০তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন ও ৬তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজের অনুমোদন করেছে সরকার। শুন্যপদে শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগসহ সকল বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু এখন সময়ে দাবি। নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে ১৯৬৪ সালে বাগেরহাট শহরে ১৫ বিঘা জমি নিয়ে এ কলেজের যাত্রা শুরু হয়ে ১৯৮৪ সালে সরকারি করা হয়। একই ধারাহিকতায় শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। জেলার সকল শ্রেণী-পেশার পরিবারের মেয়েরা এখানে খুব সহজেই লেখাপড়া করছে। বর্তমানে কলেজে ছাত্রীর সংখ্যা ৭০০ জন। অধ্যক্ষ,উপাধাক্ষ্যসহ বর্তমানে শিক্ষক সংখ্যা ৩৪ জন, ৩ জন

সরকারসহ ১৬ কর্মচারী রয়েছে। অবকাঠামোর দিক থেকে বর্তমানে অধ্যক্ষ ভবনসহ ২টি একাডেমিক ভবন, গাড়ির গ্যারেজ, ডরমেটরি ও ২তলা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী হোস্টেল রয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকার সময়ে কলেজের বিজ্ঞান ভবন সংস্কার কাজ সম্পন্নসহ সাইকেল গ্যারেজ নির্মাণ, শহীদ মিনার রয়েছে। একাডেমিক উন্নয়নে রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও বাংলা বিষয়ে অনার্স চালু, এইচএসসি শ্রেণীতে কমার্স বিষয় ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচএসসি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সরেজমিনে ওই কলেজে গেলে শিক্ষার্থীরা বলেন, মেয়েদের এ কলেজে একটি ক্যান্টিন একান্ত প্রয়োজন। আর গার্ডরুমসহ একটি মসজিদ নির্মাণ জরুরি। এছাড়া আমাদের সকল বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স কোর্স চালু করতে পারলে ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটি পূর্ণাঙ্গরূপ পাবে। পরে কথা হয় কলেজের অধ্যক্ষ ড. প্রফেসর এমএম রফিকুল ইসলামের সঙ্গে। তিনি বলেন, চাহিদা এবং উন্নয়নের তো শেষ নেই। তবে আমি স্থানীয় এমপি, মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদফতরে যোগাযোগের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ১০ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন, ৬তলা বিশিষ্ট ছাত্রী হোস্টেল ও ৩তলা বিশিষ্ট কর্মচারী ভবন অনুমোদন করিয়েছি। কর্মচারী হোস্টেলের কাজ চলমান রয়েছে। নারী শিক্ষার জন্য ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ভাল কাজ করতে গিয়ে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে। ভুলত্রুটি হলে তা নিয়ে আমার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্রও

হচ্ছে। তারপরও সরকারের উন্নয়ন কাজ থেমে নেই। বাকি চাহিদা অনুযায়ী সকল কাজই বর্তমান সরকার সময়ে করা সম্ভব হবে। কারণ বর্তমান সরকার নারী বান্ধব ও উন্নয়ন বান্ধব। তাই সরকারি মহিলা কলেজের কোন চাহিদাই অপূরণ থাকবে না। এজন্য এখানে কর্তব্যরত সকলকেই আন্তরিক হতে হবে। কারও প্রতি হিংসাত্মক হওয়া যাবে না। কারণ আমরা শিক্ষক। আমদের কাছ থেকেই অন্যরা শিখবে।